The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র তাজিকিস্তান: উৎস বিশ্লেষণ

[TAJIKISTAN A MUSLIM STATE IN CENTRAL ASIA : SOURCE ANALYSIS]

Dr. Md. Fazlul Haque
Professor, Department of Islamic History & Culture, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 17 June 2025
Received in revised: 29 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Central Asia, Tajik, Power Politics, Region, Tajikistan, Soviet Union

ABSTRACT

The presence of Tajikistan as a full-fledged, sovereign state in the international community is demonstrated by its independence, which allows it to pursue its own political system, foreign domestic policies, economic, social, and cultural policies on its own. Rahmon Emomali, the Supreme Council of the Republic passed a law establishing state independence on September 9, 1991, during an emergency session. As a result, a new phase in the evolution of national statehood began and the Tajik people's thousand-year dream came true. On the political map of the modern world, the Republic of Tajikistan is a sovereign and independent state with the hallmarks and pillars of statehood: a shared language, territory, and culture; a populace with a universal civilization; and state symbols that inspire pride in our shared patriotism. With diplomatic ties established with 180 nations worldwide, Tajikistan enjoys unique influence and respect on the international scene as a fully fledged entity, acknowledged by over 190 nations worldwide. The present article will discuss the background of Tajikistan's independence and post-independence issues.

ভূমিকা

তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্র মধ্য এশিয়ার একটি স্থলবেষ্টিত দেশ। দুশানবে (Dushanbe) দেশটির সবচেয়ে জনবহুল শহর এবং রাজধানী। ভৌগোলিকভাবে তাজিকিস্তান দক্ষিণে আফগানিস্তান, পশ্চিমে উজবেকিস্তান, উত্তরে কিরগিজস্তান এবং পূর্বে চীন দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাজিকিস্তানের জনসংখ্যা ১ কোটি ৭ লক্ষেরও বেশি।[১] তাজিকিস্তান স্থলবেষ্টিত এবং আয়তনের দিক থেকে মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে ছোট দেশ। এর বেশিরভাগই ৩৬° এবং ৪১° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৭° এবং ৭৫° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এটি পামির পর্বতমালা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং দেশের বেশিরভাগ অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,০০০ মিটারের (৯,৮০০ ফুট) বেশি উঁচুতে অবস্থিত। নিম্নভূমির অঞ্চলগুলো উত্তরে এবং দক্ষিণে কোফার্নিহোন এবং ভাখশ নদী উপত্যকায় অবস্থিত। দুশানবে কোফার্নিহোন উপত্যকার উপরে দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত। তাজিকিস্তান চারটি প্রশাসনিক বিভাগ নিয়ে গঠিত। বিভাগগুলো হল সুগদ ও খাতলন প্রদেশ, গর্নো-বাদাখশানের স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ এবং প্রজাতন্ত্রের অধীনস্থ অঞ্চল।[২]

তাজিকিস্তান অঞ্চলটি পূর্বে নব্যপ্রস্তর যুগ এবং ব্রোঞ্জ যুগের সংস্কৃতির আবাসস্থল ছিল। এর মধ্যে পশ্চিমে অক্সাস সভ্যতা ছিল অন্যতম। আন্দ্রোনোভো সংস্কৃতির সময় ইন্দো-ইরানীয়রা এ অঞ্চলে আগমন করে। দেশের কিছু অংশ সোগদিয়ান এবং ব্যাকট্রিয়ান সভ্যতার অংশ ছিল এবং আখামেনিড, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, গ্রিকো-ব্যাকট্রিয়ান, কুষাণ, কিদারাইট এবং হেফথালাইট, প্রথম তুর্কি খাগানাত, উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খিলাফত, সামানিদ সাম্রাজ্য, কারা-খানিদ, সেলজুক, খোয়ারজমিয়ান, মঙ্গোল, তৈমুরীয় এবং বুখারার খানাতসহ অন্যান্যদের দ্বারা শাসিত হয়। পরবর্তিতে এ অঞ্চলটি রাশিয়া জয় করে সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ পর্যন্ত অঞ্চলটি অপরিবর্তিত থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির সময় দেশটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র হিসাবে উজবেকিস্তানের অংশ ছিল এবং ৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।[৩] সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে তাজিকিস্তান নিজেকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। স্বাধীনতার পর ১৯৯২ সালের মে থেকে ১৯৯৭ সালের জুন পর্যন্ত দেশটিতে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের শেষে নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিদেশী সাহায্য দেশের অর্থনীতিকে বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকে দেশটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন কর্তৃত্ববাদী শাসনের প্রধান ইমোমালি রাহমন।[৪]

তাজিকিস্তান চারটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রপতি শাসিত একটি রাষ্ট্র। তাজিকরা দেশে জাতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের জাতীয় ভাষা তাজিক।[৫] রুশ ভাষাকে সরকারী আন্তঃজাতিগত ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। তাজিকিস্তান সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। দেশের মোট জনসংখ্যার ৯৭.৫% ইসলাম ধর্মের অনুসারী। গোর্নো-বাদাখশান ওব্লাস্টে, ভাষাগত বৈচিত্র্য রয়েছে যেখানে রুশানি, শুঘনি, ইশকাশিমি, ওয়াখি এবং তাজিক ভাষা প্রচলিত আছে। তাজিকিস্তান জাতিসংঘের সদস্য। প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতার রাজনীতি, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিশীলতা গঠনে তাজিকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা। মধ্য এশিয়ার পাঁচটি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটি তাজিকিস্তান, তার কৌশলগত অবস্থান, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির কারণে এই অঞ্চলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে। প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক। প্রবন্ধটি রচনায় প্রধানত ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমসাময়িক জার্নাল, বই এবং ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রবন্ধে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তাজিকিস্তানের ভূ-কৌশলগত অবস্থান, স্বাধীনতা অর্জন এবং মধ্য এশিয়ার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বের বিষয়টি।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

'তাজিক' শব্দটি মূলত মধ্য ফার্সি তাজিক থেকে এসেছে, এর আরবি জাতিগত নাম 'তাইয়ি'। ৭ম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার ট্রান্সঅক্সিয়ানা অঞ্চলে অভিবাসিত একটি কাহতানাইট আরব উপজাতি এই শব্দটি ব্যবহার করতো বলে ধারণা করা হয়।[৬] ১৯৯১ সালের আগে ইংরেজিতে তাজিকিস্তান নামটি তাদজিকিস্তান নামে আবির্ভূত হয়েছিল। কংগ্রেস লাইব্রেরি ১৯৯৭ সালের তাজিকিস্তানের কান্ট্রি স্টাডিতে 'তাজিক' শব্দটি ব্যবহার করলেও এর উৎপত্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন, কারণ এই শব্দটি "তুর্কি বা ইরানি এশিয়ার জনগণ আদি বাসিন্দাদের ভাষা কিনা তা নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল"। পণ্ডিতরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সমসাময়িক তাজিকরা হলেন মধ্য এশিয়ার পূর্ব ইরানি বাসিন্দাদের বংশধর, বিশেষ করে সোগদিয়ান ও ব্যাক্ট্রিয়ান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[৭] রিচার্ড ফ্রাই তাজিকদের ঐতিহাসিক উৎপত্তির জটিলতার উপর ১৯৯৬ সালের একটি প্রকাশনায় ব্যাখ্যা করেন যে, মধ্য এশিয়ার তাজিকদের অবশিষ্টাংশের বিবর্তন ব্যাখ্যা করার সময় বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া উচিত। 'মধ্য এশিয়ার জনগণ, ইরানি বা তুর্কি ভাষাভাষী, তাদের একটি সংস্কৃতি, একটি ধর্ম, সামাজিক মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যের একটি সেট রয়েছে যা কেবল ভাষা তাদের পৃথক করে'।[৮]

তাজিকিস্তানের প্রাচীনতম ইতিহাস প্রায় ৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের। এ সময় তাজিকিস্তান আচেমেনিড সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।[৯] সমসাময়িক কিছু লেখকের মতে, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাজিকিস্তানের কিছু অংশ, জেরাভশান উপত্যকার অঞ্চলসমূহ, এবং হিন্দু কম্বোজ উপজাতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহান আলেকজান্ডার কর্তৃক এই অঞ্চল জয়ের পর এটি আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী রাষ্ট্র গ্রিকো-ব্যাকট্রিয় রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে। উত্তর তাজিকিস্তান (খুজান্দ এবং পাঞ্জাকান্ত শহর) ছিল সোগদিয়ার অংশ, যা নগর-রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। ১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিথো-সাইবেরিয়ান এবং ইউয়েঝি যাযাবর উপজাতি এ অঞ্চল দখল করে নেয়। বিখ্যাত সিল্ক রোড এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উডির রাজত্বকালে (১৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) চীনা অভিযাত্রী ঝাং কিয়ানের অভিযানের পর হান সাম্রাজ্য এবং সোগদিয়ানার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিকশিত হয়েছিল। কৃষি, কার্পেট বুননকারী, কাঁচ প্রস্তুতকারক এবং কাঠখোদাইকারীসহ সোগদিয়ানারা ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করার ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ পথটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১০]

কুশান সাম্রাজ্য ইউয়েঝি উপজাতিরা প্রথম শতাব্দীতে এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম, নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টধর্ম, জোরোস্ট্রিয়ানিজম এবং মানিচেইজম[১১] ধর্ম পালন করে। এ সময় হেফথালাইট সাম্রাজ্য যাযাবর উপজাতিদের দ্বারা শাসিত হয়। পরবর্তীতে অষ্টম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে আরবরা ইসলাম প্রচার করে।[১২] ৮১৯ থেকে ৯৯৯ সাল পর্যন্ত সামানি সাম্রাজ্য এই অঞ্চলের উপর পারস্যের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে এবং সমরকন্দ ও বুখারা শহরগুলোকে সম্প্রসারিত করে ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং অঞ্চলটি খোরাসান নামে পরিচিত লাভ করে। সাম্রাজ্যটি খোরাসান এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, যার সর্বাধিক বিস্তৃতি আফগানিস্তান, ইরানের কিছু অংশ, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, কাজাখস্তানের কিছু অংশ এবং পাকিস্তানকে ঘিরে ছিল। চার ভাই নূহ, আহমদ, ইয়াহিয়া এবং ইলিয়াস সামানি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই আব্বাসীয় আধিপত্যের অধীনে এ অঞ্চল শাসন করেছিলেন। ৮৯২ সালে ইসমাইল সামানি (৮৯২-৯০৭) রাজ্যকে এক শাসকের অধীনে একত্রিত করেন। এইভাবে সামানিদের ব্যবহৃত সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে। তাঁর অধীনেই সামানিরা আব্বাসীয় কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হয়।

কারা-খানিদ খানাতে ট্রান্সোক্সানিয়া (উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, দক্ষিণ কিরগিজস্তান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কাজাখস্তান) জয় করেন এবং ৯৯৯ থেকে ১২১১ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। ট্রান্সোক্সানিয়ায় তাদের আগমন মধ্য এশিয়ায় ইরানি থেকে তুর্কি প্রাধান্যের দিকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় এবং ধীরে ধীরে কারা-খানিদরা এই অঞ্চলের পারসো-আরব

মুসলিম সংস্কৃতিতে একীভূত হয়ে যায়। ১৩শ শতাব্দীতে মঙ্গোল সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত হয়ে খোয়ারেজমিয়ান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে এবং এর শহরগুলো লুট করে, লোকদের লুটপাট ও গণহত্যা করে। তুর্কো-মঙ্গোল বিজয়ী তামেরলেন তৈমুরিদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীতে তাজিকিস্তান এবং মধ্য এশিয়ায় পরিণত হওয়া তৈমুরিদ রাজবংশের প্রথম শাসক হন।[১৩]পরবর্তীতে তাজিকিস্তানে পরিণত হওয়া অঞ্চলটি ১৬ শতকে বুখারা খানাতের অধীনে আসে এবং ১৮ শতকে সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে এটি বুখারা আমিরাত এবং কোকান্দ খানাতের অধীনে আসে। বোখারা আমিরাত ২০ শতক পর্যন্ত অক্ষত ছিল।

১৯ শতকের সাম্রাজ্যবাদী যুগে রাশিয়া এশিয়ায় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করে। ১৮৬৪ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে রাশিয়া ধীরে ধীরে রাশিয়ান তুর্কিস্তানের সমগ্র অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এ সময় তাজিকিস্তান অঞ্চলটি বুখারা আমিরাতের নিয়ন্ত্রনে ছিল। রাশিয়া তুলা আমদানি করতে আগ্রহী থাকায় ১৮৭০-এর দশকে এই অঞ্চলে শস্য থেকে তুলা চাষের পদ্ধতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। ১৯ শতকে তাজিকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলে জাদিবাদ নামে ইসলামী সামাজিক আন্দোলন পরিচলনা করে। জাদিদ বা জাদিবাদ আন্দোলন ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাশিয়ান সাম্রাজ্যে একটি তুর্কি-ইসলামিক আধুনিকতাবাদী রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন।[১৪] জাদিবাদীরা আধুনিকীকরণের পক্ষে ছিল এবং রাশিয়ার বিরোধী ছিল। রাশিয়ানরা এই আন্দোলনকে হুমকি হিসেবে দেখত, কারণ রাশিয়ান সাম্রাজ্য মূলত খ্রিস্টান ছিল। ১৯১০ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে কোকান্দ খানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য রাশিয়ান সৈন্যদের প্রয়োজন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জোরপূর্বক সৈন্য নিয়োগের হুমকির কারণে ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে খুজান্দে বিক্ষোভকারীরা রাশিয়ান সৈন্যদের উপর আক্রমণ করলে ব্যাপক সহিংসতা দেখা দেয়। রাশিয়ান সৈন্যরা খুজান্দকে নিয়ন্ত্রণে আনলেও তাজিকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সারা বছর ধরে সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল।

সোভিয়েত শাসনাধীনে তাজিকিস্তান

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর মধ্য এশিয়া জুড়ে বাসমাচি আন্দোলন[১৫] (Basmachi Movement) স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বলশেভিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।[১৬] বাসমাচি আন্দোলন ছিল মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ান এবং সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামী বিশ্বাস এবং প্যান-তুর্কিবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর একটি বিদ্রোহ। এটিকে 'মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত শাসনের বিরোধিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন' বলা হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করে পরবর্তী চার বছর বলশেভিকরা মসজিদ এবং গ্রাম পুড়িয়ে দেয় এবং জনগণের উপর নির্যাতন চালায়।

১৯২৮ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ধর্মনিরপেক্ষকরণের একটি ধর্মবিরোধী অভিযান শুরু করে। খ্রিস্টধর্ম অনুসারিগণ ইসলাম বা ইহুদি ধর্ম পালনকে নিরুৎসাহিত করেন এবং দমন করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। সোভিয়েত প্রশাসন ধর্মবিরোধী আইনের কারণে বেশ কয়েকটি গির্জা, মসজিদ এবং সিনাগগ বন্ধ করে দেয়।[১৭] সংঘাত এবং সোভিয়েত কৃষি নীতির ফলে তাজিকিস্তানসহ মধ্য এশিয়া দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে।

তাজিকিস্তান প্রথম ১৯২৪ সালে তাজিক স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র [Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic (Tajik ASSR)] হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র।[১৮] তাজিক শহর হিসেবে তাদের ঐতিহাসিক মর্যাদা এবং বেশিরভাগ তাজিক জনগোষ্ঠীর দ্বারা জনবহুল হওয়া সত্ত্বেও আঞ্চলিক নগর কেন্দ্রগুলো যেমন- বুখারা, সমরকন্দ, তিরমিজ, কারশি এবং খোজান্দ এর কোনটিই তাজিকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরবর্তিতে দুশানবে তাজিকিস্তানের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

সোভিয়েত প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ফার্সি উপভাষাকে তাজিকিস্তানের জাতীয় ভাষা করে এবং ইস্তাম্বুল থেকে ভারতের কলকাতা পর্যন্ত প্রচলিত ফার্সি ভাষার সাধারণ রূপ থেকে জোরপূর্বক আলাদা করার জন্য 'তাজিকি' নামকরণ করে। ১৯২৮ সালে প্রথম ল্যাটিন ভিত্তিক এবং পরে ১৯৪০ সালে সিরিলিক বর্ণমালা তৈরির মাধ্যমে তাজিকদের অতীত এবং বর্তমান উভয় ধরণের ফার্সি সাহিত্যের বিশালতা থেকেও বাদ দেয়া হয়।[১৯] তাজিকিস্তানে ফার্সি সীমাবদ্ধ থাকায় মধ্য এশিয়ার সাধারণ ভাষা হিসেবে রুশ ভাষা ব্যবহার বেড়ে যায়। ১৯২৯ সালে তাজিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ASSR) তার নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র এবং তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে উন্নীত হয়। একই বছর সুগদ অঞ্চল তাজিকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়।

১৯২৭ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে কৃষির সমষ্টিকরণ এবং তুলা উৎপাদনের সম্প্রসারণ ঘটে। সোভিয়েত সমষ্টিকরণ নীতি কৃষি ও কৃষকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এনে দেয়। যাদেরকে সোভিয়েত-বিরোধী জনগণের শত্রু শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং তাজিকিস্তান জুড়ে জোরপূর্বক পুনর্বাসনের ঘটনা ঘটে। ফলস্বরূপ কিছু কৃষক সমষ্টিকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং বাসমাচি আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করে। এই সময়ে সেচ অবকাঠামো সম্প্রসারণের সাথে সাথে কিছু শিল্প উন্নয়ন ঘটে।

স্ট্যালিনের দুই দফা শুদ্ধি অভিযানের ফলে (১৯২৭-১৯৩৪ এবং ১৯৩৭-১৯৩৮) তাজিকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সকল স্তর থেকে প্রায় ১০,০০০ জনকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতদের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য জাতিগতভাবে রাশিয়ানদের পাঠানো হয়। পরবর্তীকালে রাশিয়ানরা প্রথম সচিবের শীর্ষ পদসহ সকল স্তরের দলীয় পদে আধিপত্য বিস্তার করে। ১৯২৬ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে তাজিকিস্তানের জনসংখ্যার মধ্যে রাশিয়ানদের অনুপাত ১% এরও কম থেকে বেড়ে ১৩% হয়।[২০] ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তাজিকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সচিব বোবোজন গাফুরভ ছিলেন সোভিয়েত যুগে প্রজাতন্ত্রের বাইরে একমাত্র তাজিক রাজনীতিবিদ, যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৩৯ সালে তাজিকদের লাল সেনাবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় ২,৬০,০০০ জন তাজিক নাগরিক নাৎসি জার্মানি, ফিনল্যান্ড এবং জাপান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাজিকিস্তানের ১৫৩০,০০০ নাগরিকের মধ্যে ৬০,০০০ (৪%) থেকে ১,২০,০০০ (৮%) জন নিহত হন।[২১] স্ট্যালিনের রাজত্বের সমাপ্তির পর তাজিকিস্তানের কৃষি ও শিল্পকে আরও সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে নিকিতা ক্রুশ্চেভের ভার্জিন ল্যান্ডস ক্যাম্পেইন তাজিকিস্তানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এখানে জীবনযাত্রার অবস্থা শিক্ষা এবং শিল্প অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। ১৯৮০'র দশকে সোভিয়েত শাসনামলে তাজিকিস্তানে পারিবারিক সঞ্চয়ের হার সবচেয়ে কম ছিল। এ সময় তাজিক জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে যা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে প্রকৃত অস্থিরতা দেখা দেয়নি। পরের বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে এবং তাজিকিস্তান ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১তাজিকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়।[২২]

তাজিকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাজিকিস্তানের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অবনতির কারণে বেকারত্বের পরিমান বেড়ে যায়। ফলে দুশানবে এবং অন্যান্য শহরে দাঙ্গা ও ধর্মঘট শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক বিরোধী দল এবং স্বাধীনতার সমর্থকরা ধর্মঘটে যোগ দেয় এবং প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ইসলামপন্থীরা তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতার প্রতি সম্মানের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে। সোভিয়েত নেতৃত্ব অস্থিরতা দূর করার জন্য দুশানবেতে অভ্যন্তরীণ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাজিকিস্তান থেকে তার নিয়ন্ত্রণ গুটিয়ে নেয় এবং তাজিকিস্তান নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৯১ সালে ইরান সর্বপ্রথম তাজিকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইরানই প্রথম তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবেতে তাদের দূতাবাস স্থাপন করে।

স্বাধীনতার পর তাজিকিস্তান গোষ্ঠীগত আনুগত্য দ্বারা অন্যান্য উপদলগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তাজিকিস্তানের ঘারম এবং গোর্নো-বাদাখশান অঞ্চলের আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলো উদার গণতান্ত্রিক সংস্কারকদের এবং ইসলামপন্থীদের সমন্বয়ে গঠিত। শেষ পর্যন্ত খুজান্দ এবং কুলোব অঞ্চলের মানুষ তারা সংযুক্ত তাজিক বিরোধী দলে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্রপতি রাহমন নাবিয়েভের নবগঠিত সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৯২ সালে এই সংঘাতের প্রথম দিকে নাবিয়েভকে বন্দুকের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে মোমালি রাহমন ক্ষমতায় আসে। ১৯৯২ সালে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাহমন ৫৮% ভোট পেয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আবদুমালিক আব্দুল্লাজানভকে পরাজিত করেন। ১৯৯৭ সালে মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি গের্ড ডি. মেরেমের নেতৃত্বে রাহমন এবং বিরোধী দলগুলোর মধ্যে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা উদ্যোগের একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়।[২৩] এই চুক্তির মাধ্যমে সমঝোতা হয় মন্ত্রী পদের ৩০% বিরোধী দল পাবে। ১৯৯৯ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিরোধী দল এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকরা একে অন্যায্য বলে সমালোচনা করে। রাহমন ৯৮% ভোট পেয়ে পুনরায় নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০০৬ সালের নির্বাচনে রাহমন ৭৯% ভোট পেয়ে তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসেন। বিরোধী দলগুলো ২০০৬ সালের নির্বাচন বয়কট করে এবং ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা (OSCE)-এর সমালোচনা করে। অপরদিকে কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটসের পর্যবেক্ষকরা দাবি করেন যে নির্বাচন আইনসম্মত এবং স্বচ্ছ ছিল।[২৪]

২০১০ সালের অক্টোবরে গণমাধ্যমের উপর সেন্সরশিপ এবং দমন-পীড়নের জন্য রাহমনের প্রশাসন OSCE-এর কাছ থেকে আরও সমালোচনার মুখে পড়ে। OSCE দাবি করে যে, তাজিক সরকার তাজিক এবং বিদেশী ওয়েবসাইট সেন্সর করেছে এবং স্বাধীন ছাপাখানার উপর কর আরোপ শুরু করেছে। যার ফলে বেশ কয়েকটি স্বাধীন সংবাদপত্রের মুদ্রণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৫ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত রাশিয়ান সীমান্ত সৈন্যরা তাজিক-আফগান সীমান্তে মোতায়েন ছিল। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার পর থেকে আফগানিস্তানে ন্যাটোর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহায়তা বাহিনীর বিমান অভিযানের সমর্থনে ফরাসি সৈন্যরা দুশানবে বিমানবন্দরে মোতায়েন ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এবং মেরিন কর্পসের সদস্যরা পর্যায়ক্রমে কয়েক সপ্তাহের যৌথ প্রশিক্ষণ মিশন পরিচালনার জন্য তাজিকিস্তান সফর করে। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত সরকার ৭০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে দুশানবে থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-

পশ্চিমে অবস্থিত একটি সামরিক বিমান ঘাঁটি পুনর্নির্মাণ করে। এটি তাজিকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। পরবর্তিতে ২০১৫ সালের মে মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উদ্দেশ্যে পুলিশ ইউনিটের (ওএমওএন) কমান্ডার কর্নেল গুলমুরোদ খালিমভ ইসলামিক স্টেটে যোগদান করলে তাজিকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

২০২১ সালে কাবুলের পতনের পর তাজিকিস্তান জাতীয় প্রতিরোধের পক্ষে তালেবানদের বিরুদ্ধে পাঞ্জশির সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ রয়েছে। ১৯২২ সালেই বাসমাচি আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গেলেও সোভিয়েত সরকার প্রতিবিপ্লব দমন করার জন্য মধ্য এশিয়াকে জাতিভিত্তিক পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান নামে দু'টি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে। এ সময় তাজিক ও কিরগিজ নামের দুইটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলেও এগুলো ছিল উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অংশ। ১৯২৯ সালে তাজিকিস্তানকে পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা হয়। এ সময়ে জীবনযাত্রার মান, শিক্ষা এবং শিল্প সব দিক দিয়েই তাজিকিস্তান সোভিয়েতের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর পেছনে পড়ে যায়।

২০০০ সালে তাজিকিস্তানে খাদ্য উৎপাদনে ক্রমাগত ঘাটতি দেখা দিলে তা মোকাবেলায় জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে তাজিকিস্তানে বসবাসকারী ৬,৮০,১৫২ জন মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পড়লে ২০০১ সালের ২১ আগস্ট রেডক্রস দেশটির জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্যের আহ্বান জানায়।[২৫] ২০১৯ সালে তাজিকিস্তানের জিডিপির প্রায় ২৯% রেমিট্যান্স আসে তাজিক অভিবাসীদের কাছ থেকে।[২৬] বিদেশী রাজস্ব অনিশ্চিতভাবে বিদেশে অভিবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, অ্যালুমিনিয়াম ও তুলা রপ্তানির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় দেশের অর্থনীতি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) তথ্য অনুসারে ২০২৩ সালে তাজিকিস্তানে অপুষ্টির হার ৩০% এ পৌঁছায়। গৃহ যুদ্ধের পর তাজিকিস্তানের অর্থনীতি বৃদ্ধি পায়। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ২০০০-২০০৭ সময়কালে তাজিকিস্তানের জিডিপি গড়ে ৯.৬% হারে প্রসারিত হয়। এর ফলে মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর (যেমন তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান) মধ্যে তাজিকিস্তানের অবস্থান উন্নত হয়। তাজিকিস্তানের আয়ের প্রাথমিক উৎস অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন, তুলা চাষ এবং অভিবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে পাঠানো অর্থ।[২৭]

তাজিকিস্তানের ভাষা

তাজিকিস্তানের সরকারী ভাষা হল তাজিক। তাজিক ভাষা সিরিলিক বর্ণমালায় লেখা। তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, রুশ ভাষা তাজিকিস্তানের দ্বিতীয় সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃত।[২৮] প্রতিবেশী উজবেকিস্তান এবং রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ স্থানীয় তাজিক ভাষাভাষী বাস করে। তাজিকিস্তানের উত্তর ও পশ্চিমে স্থানীয় উজবেক ভাষাভাষীরা বাস করে। স্থানীয় ভাষাভাষীদের সংখ্যার দিক থেকে তাজিক, রাশিয়ান এবং উজবেকের পরে চতুর্থ স্থানে রয়েছে পামির ভাষা। স্থানীয় ভাষাভাষীরা কুহিস্তানি বাদাকশান স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস করে। তাজিকিস্তানের বেশিরভাগ জরথুস্ট্রিয়ান পামির ভাষাগুলোর একটিতে কথা বলে। কিরগিজ ভাষার স্থানীয় ভাষাভাষীরা কুহিস্তানি বাদাকশান স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের উত্তরাঞ্চলে বাস করে। দেশের পশ্চিমে ইয়াগনোবি ভাষাভাষীরা বাস করে। তাজিকিস্তানে ফার্সি, আরবি, পশতু, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানি, তাতার, তুর্কমেন, কাজাখ, চীনা এবং ইউক্রেনীয় ভাষাভাষীদের সম্প্রদায় রয়েছে।[২৯]

তাজিকিস্তানের ধর্ম

তাজিকিস্তান একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যেখানে সংবিধানে ধর্মের স্বাধীনতার বিধান রয়েছে। তবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ন্ত্রণে দেশটি পরিচালিত হয়। ২০০৯ সাল থেকে দেশটিতে সরকার কর্তৃক হানাফি মাযহাবের সুন্নি ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত। সরকার ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহাকে রাষ্ট্রীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তি এবং পিউ গবেষণা গোষ্ঠীর মতে, তাজিকিস্তানের জনসংখ্যা ৯৮% মুসলিম। তাদের মধ্যে প্রায় ৮৭-৯৫% সুন্নি এবং প্রায় ৩% শিয়া এবং প্রায় ৭% অন্যান্য। জনসংখ্যার শিয়া ইসলামের ইসমাইলি শাখার অনুসারী প্রধানত গোর্নো-বাদাখশান স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস করে। জনসংখ্যার বাকি ২% রাশিয়ান অর্থোডক্সি, প্রোটেস্ট্যান্টিজম, জরথুষ্ট্রিয়ানিজম এবং বৌদ্ধধর্মের অনুসারী।[৩০]

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য তাজিকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ধরণের অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৯৯২-১৯৯৭ সালের গৃহযুদ্ধের সময় তাজিকিস্তানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের সমর্থক ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টি (IRP) আইন অনুসারে সরকারের প্রায় ৩০% এর বেশি প্রতিনিধিত্ব করতো। তাজিকিস্তানের ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টি, এটি তাজিকিস্তানের ইসলামিক রিভাইভাল পার্টি নামেও পরিচিত। ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাজিকিস্থানে এটি একটি নিষিদ্ধ ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল। ঐ সময় পর্যন্ত এটিই ছিল মধ্য এশিয়ার একমাত্র বৈধ ইসলামপন্থী দল।

হিযবুত-তাহরির একটি জঙ্গি ইসলামী দল, যার লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলোকে উৎখাত করা এবং তাজিকদের একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে একীভূত করা। আইন অনুসারে, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে ধর্মীয় বিষয়ক রাষ্ট্রীয় কমিটি (SCRA) এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধন করতে হতো। SCRA-তে নিবন্ধনের জন্য একটি সনদ ১০ বা তার বেশি সদস্যের

তালিকা এবং স্থানীয় সরকারের অনুমোদনের প্রমাণ পত্র আবশ্যক ছিল। যেসব ধর্মীয় গোষ্ঠীর কোনও ভৌত কাঠামো নেই তাদের নামাজের জন্য জনসমক্ষে জড়ো হতে দেওয়া হয় না। নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা এবং উপাসনালয় বন্ধ করে দেওয়া হতো।[৩১]

তাজিকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় ১.৬% খ্রিস্টান, যাদের বেশিরভাগই অর্থোডক্স খ্রিস্টান। তাজিকিস্তানের ভূখণ্ড রাশিয়ান অর্থোডক্স মস্কো প্যাট্রিয়ার্কেটের মধ্য এশিয়ান মেট্রোপলিটন জেলার দুশানবে এবং তাজিকিস্তান ডায়োসিসের অংশ। দেশটিতে ক্যাথলিক, আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান, প্রোটেস্ট্যান্ট, লুথারান, যিহোবার সাক্ষী, ব্যাপটিস্ট, মরমন এবং অ্যাডভেন্টিস্ট সম্প্রদায়ের বাসস্থান বিদ্যমান। বুখারান ইহুদিরা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে তাজিকিস্তানে বসবাস করে আসছে। ১৯৪০-এর দশকে তাজিকিস্তানের ইহুদি সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০। বেশিরভাগই ছিল ফার্সিভাষী বুখারান ইহুদি, যারা সহস্রাব্দ ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছে এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে আসা আশকেনাজি ইহুদিরা সোভিয়েত যুগে সেখানে পুনর্বাসিত হয়। ২০১১ সালের হিসেব অনুযায়ি ইহুদি জনসংখ্যা ৫০০-এরও কম বলে অনুমান করা হয়, যার প্রায় অর্ধেক রাজধানী দুশানবেতে বাস করে।[৩২]

তাজিকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা

তাজিকিস্তানের জনসংখ্যার আনুমানিক ৯৯.৮% লোক পড়তে এবং লিখতে পারে।[৩৩] তাজিকিস্তানে ১১ বছরে সরকারিভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিধান রয়েছে। ২০১৬ সালে সরকার ১২ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। খুজান্দ স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫টি অনুষদে ৭৬টি বিভাগ রয়েছে। এ ছাড়া তাজিকিস্তান স্টেট ইউনিভার্সিটি অব ল, বিজনেস অ্যান্ড পলিটিক্স, খোরুগ স্টেট ইউনিভার্সিটি, তাজিকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, তাজিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সোভিয়েত যুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালের হিসেবে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির হার ছিল ১৭%, যা উপ-আঞ্চলিক গড়ের ৩৭% এর নিচে। ২০০৫-২০১২ সালের মধ্যে শিক্ষার উপর সরকারি ব্যয় তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল এবং OECD-এর গড় ৬%-এর নিচে GDP-এর ৩.৫% থেকে ৪.১%-এ ওঠানামা করেছে। জাতিসংঘ হিসেব অনুযায়ী ব্যয়ের মাত্রা দেশের উচ্চ-প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য মারাত্মকভাবে অপর্যাপ্ত। ইউনিসেফ-সমর্থিত একটি জরিপ অনুসারে, তাজিকিস্তানের প্রায় ২৫% মেয়ে দারিদ্র্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়। যদিও তাজিকিস্তানে স্বাক্ষরতার হার সাধারণত উচ্চ। স্কুল বহির্ভূত শিশু আনুমানিক ৪.৬% থেকে ১৯.৪% পর্যন্ত যার বেশিরভাগই মেয়ে।[৩৪]

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে মধ্য এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাজিকিস্তানের খোরোগে তার দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চালু করে, যেখানে পৃথিবী ও পরিবেশ বিজ্ঞান এবং অর্থনীতিতে মেজর বিষয়গুলো অফার করা হয়। ২০২৪ সালে তাজিকিস্তান গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সে ১০৭তম স্থান অর্জন করে। মধ্যযুগে তাজিকিস্তানের ভূখণ্ডে বিজ্ঞান সাফল্য অর্জন করে এবং সোভিয়েত আমলে বৈজ্ঞানিক সংগঠন তৈরি হয়। স্বাধীনতার সময়কালে বৈজ্ঞানিক সফলতার ক্ষেত্রটি একটি সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৯৪-২০১১ সালে তাজিকিস্তান বিজ্ঞানের সফল উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট আবেদনের বার্ষিক সংখ্যা ১৯৩ থেকে কমে ৫ এ দাঁড়িয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবদান রাখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, ফলে ২০১১ সালে ৬৭০৭ জন গবেষকের মধ্যে ২৪৫০ জন একাডেমিক উচ্চ ডিগ্রিধারী ছিলেন।[৩৫]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, তাজিকিস্তান মধ্য এশিয়ার একটি মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রধানত হানাফী সুন্নি) দেশটির শাসনব্যবস্থায় ইসলামের বিধিবিধান অনেকাংশে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় মাঝে মধ্যেই রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। স্থলবেষ্টিত পাহাড়ি দেশটি তার ইরানি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ফার্সি ভাষার একটি উপভাষায় কথা বলার জন্য পরিচিত। দেশটির ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার এবং ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টির (IRP) কর্ম তৎপরতা মাঝে মধ্যেই উত্তেজনার সৃষ্ট করেছে। এর মূল লক্ষ্য ছিলো ইসলামের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করা। ১৯৯৭ সালে একটি শান্তি চুক্তি করা হলেও সরকার IRP-কে প্রান্তিক করার জন্য কাজ করেছে। ফলে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ মডেল রাষ্ট্রে পরিনত হয়েছে। এর মূলেও সামাজিক গভীরতায় ছিলো ইসলাম। সোভিয়েত পরবর্তী যুগে তাজিকিস্তান ধর্মীয় গতিশীলতা দেখা যায় এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর বিধিনিষেধ এবং আদর্শিক উত্তেজনা দ্বারা প্রভাবিত গৃহযুদ্ধ থেকে পুনরুদ্ধার হওয়া সমাজে সমঅবস্থানসহ বিকশিত হয়। কয়েক দশকের সোভিয়েত শাসন এবং ইসলামের ভূমিকা সমাজকে প্রভাবিত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলনের পুনরুত্থান দেখা যায়।

১৯৯০-এর দশকের গৃহযুদ্ধে তাজিকিস্তানে ইসলাম এবং ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টির ভূমিকা নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। সরকার ধর্মীয় সংগঠনগুলোর উপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসকেই প্রতিফলিত করে তার পরিচয়, ঐক্য এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রতীক হিসেবেও গভীর তাৎপর্য বহন করে। সহস্রাব্দ ধরে তাজিক জনগণ তাদের মাতৃভাষা, সংস্কৃতি এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠন, জাতীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতার জন্য নতুন যুগের সূচনা করে।

তাজিকিস্তানের স্বাধীনতার ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের মর্মান্তিক ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯২৯ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হিসেবে তাজিকিস্তান ইউএসএসআর-এর মধ্যে একটি নামমাত্র স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ১৯৮০-এর দশকে সোভিয়েত সমাজের গণতন্ত্রীকরণের সময় থেকে জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলোতে মুক্তি আন্দোলন গতি পেতে শুরু করে। তাজিকিস্তানের মস্কোর উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্ভরতা থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌমত্বের দাবি অব্যাহত রাখে।

১৯৯১ সালের দুশানবেতে অনুষ্ঠিত গণ-সমাবেশ থেকে জাতীয়-গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা পূর্ণ স্বাধীনতা এবং দলীয় নেতৃত্বের পদত্যাগের দাবি জানান। এই ঘটনার ফলস্বরূপ, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ তারিখে তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্রের সুপ্রিম সোভিয়েতের এক অসাধারণ অধিবেশনে (১২তম সমাবর্তন), 'তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিবৃতি' গৃহীত হয়। এই ঐতিহাসিক দলিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে তাজিকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং সেই দিন থেকে তাজিকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হয়। তখন থেকে বিশ্ব সম্প্রদায় 'তাজিক শান্তি'-এর উন্নত অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করে এবং এটিকে আধুনিক প্রজন্মের জন্য গঠনমূলক সংলাপের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে। তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয় বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য গর্ব ও দায়িত্বের উৎসও বটে। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সাল থেকে তাজিকিস্তান চ্যালেঞ্জিং পর্যায় অতিক্রম করে একটি স্থিতিশীল ও স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এই স্বাধীনতা তাজিক জনগণকে তাদের পরিচয় রক্ষা করতে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ে একটি যোগ্য স্থান দখল করতে সাহায্য করে। এই অর্জন সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় জনগণের সকলের। অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করে তাজিকিস্তানের সরকার ও জনগণ উভয়েরই দেশপ্রেমের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় জাতীয় ঐক্য ও পুনর্মিলন নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

টিকা ও তথ্য নির্দেশ

১ "World Bank Open Data". *World Bank Open Data*. Retrieved 6 August 2024.

২ "Population of the Republic of Tajikistan as of 1 January 2008", *State Statistical Committee*, Dushanbe, 2008.

৩ Bergne, Paul,*The Birth of Tajikistan: National Identity and the Origins of the Republic*, IB Taurus & Co Ltd, 2007, pp. 39-40.

৪ "World Report 2019: Rights Trends in Tajikistan". *Human Rights Watch*. 15 January 2019.

৫ "People of Tajikistan". *Archived from the original on 25 February 2021*. Retrieved 16 November 2023.

৬ Ali Shir Nava'I, *Muhakamat al-lughatain* tr. &ed, Robert Devereaux (Leiden: Brill), 1966, p. 6.

৭ Richard Foltz, *A History of the Tajiks: Iranians of the East*, London: Bloomsbury, 2019, pp. 33–61.

৮ Frye, Richard Nelson, *The heritage of Central Asia from antiquity to the Turkish expansion*. Princeton: Markus Wiener Publishers, 1996.p. 4.

৯ A Country Study: Tajikistan, Ethnic Background Archived 17 May 2020 at the Wayback Machine. Library of Congress Call Number DK851. K34 (1997)

১০ Frances Wood Wood, *The Silk Road: Two Thousand Years in the Heart of Asia*. University of California Press, 2002, p. 66.

১১ মানিচেইজম হল একটি প্রাক্তন প্রধান বিশ্ব ধর্ম যা খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সাসানীয় সাম্রাজ্যে পার্থিয়ান নবী মানি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১২ *Tajikistan Archived* 21 December 2016 at the Wayback Machine.loc.gov.

১৩ "Tajikistan profile – Timeline". *BBC News*. BBC. 31 July 2018. Archived from the original on 2 May 2021. Retrieved 31 January 2021.

১৪ Khalid, Adeeb, *Jadidism in Central Asia: Origins, Development, and Fate Under the Soviets*. Al Mesbar Studies and Research Centre, 10 April 2018.

১৫ "Tajikistan profile – Timeline, *Ibid.*

১৬ *Ibid.*

১৭ Pipes, Richard, "Muslims of Soviet Central Asia: Trends and Prospects (Part-I)". *Middle East Journal*. 9 (2): 149–150, 1955.

১৮ Heathershaw, John; Herzig, Edmund (eds.), *The Transformation of Tajikistan: The Sources of Statehood*. New York, 2013, NY: Routledge. p. 1991.

১৯ Foltz, Richard, *A History of the Tajiks: Iranians of the East*. New York: Bloomsbury Publishing, 2019.

২০ "Tajikistan – Ethnic Groups". *Country Studies US*. U.S. Library of Congress. Archived from the original on 7 December 2010.

২১ C. Peter Chen. "Tajikistan in World War II". *WW2DB*. Archived from the original on 26 July 2014. Retrieved 15 June 2014.

২২ "Tajikistan celebrates Independence Day". *Front News International*. 9 September 2017.

২৩ "Tajikistan profile – Timeline". *BBC News*. BBC. 31 July 2018.

২৪ "OSCE and CIS Observers Disagree on Presidential Election in Tajikistan". *New Eurasia*. Archived from the original on 22 July 2015.

২৫ "Integrated Food Security Phase Classification" (PDF). *usaid.gov*. USAID. Archived (PDF) from the original on 10 August 2014.

২৬ World Bank Data Archived 7 June 2021 at the Wayback Machine Accessed 6 June 2021. Link goes to current data.

২৭ "Background Note: Tajikistan". US Department of State, Bureau of South and Central Asian Affairs. December 2007.

২৮ "Constitution of Tajikistan" (PDF). UNESCO. Archived (PDF) from the original on 10 May 2021. Retrieved 8 April 2021.

২৯ Sen Nag, Oishimaya (August 2017). "What Languages Are Spoken In Tajikistan". *World Atlas*. Archived from the original on 25 February 2021.

৩০ "Keeping religion alive: performing Pamiri identity in Central Asia | IIAS". *www.iias.asia*. Archived from the original on 11 August 2022.

৩১ Tajikistan: Religious freedom survey, November 2003.

৩২ "Home Stand". *Tablet Magazine*. 4 January 2011. Archived from the original on 11 December 2015.

৩৩ "Tajikistan – World Factbook". *www.cia.gov*. Archived from the original on 20 August 2021.

৩৪ Education in Tajikistan Archived 6 November 2013 at the Wayback Machine. unicef.org

৩৫ Ibid.